যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩২৪

১/ বিবিধ

আরবী

من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفره له غفره له وإن شاء عذبه كان حقا على الله أن يغفر له

موضوع

أخرجه أبو الشيخ في " أحاديثه " (18 / 2) والطبراني في " حديثه عن النسائي " (313 / 1) وابن حبان في " الثقات " (2 / 150) والحاكم في " المستدرك " (4 / 242) وأبو نعيم في " الحلية " (8 / 286) ومشرق بن عبد الله الفقيه في " حديثه " (60 / 2) من طريق جابر بن مرزوق المكي عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت: لا والله، ومن جابر حتى يكون حجة؟ ! بل هو نكرة، وحديثه منكر وقال في ترجمة جابر من " الميزان ": متهم، حدث عنه قتيبة بن سعيد وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات، قاله ابن حبان

قلت: ومع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع "! ويغني عنه ما أخرجه الحاكم قبيل هذا عن أبي هريرة مرفوعا: " أن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له.." الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا

لكن استدراكه على الشيخين وهم، كما كنت ذكرت في تعليقي على " صحيح الجامع " (2099) ، فقد أخرجه البخاري (رقم 7507) ومسلم (8 / 99) وأحمد أيضا (2 / 296

و405 و492)

বাংলা

৩২৪। যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করল, অতঃপর জানতে পারল যে তার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি যদি চান তাহলে তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন; তাহলেই (আল্লাহ) তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি জানে যে, তিনি যদি চান তাহলে তাঁকে শাস্তি দিবেন, তাহলে আল্লাহর উপর তাঁকে ক্ষমা কড়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ তার “আল-আহাদীস” গ্রন্থে (২/১৮), তাবারানী নাসাঈ হতে তার “হাদীস” গ্রন্থে (১/৩১৩), ইবনু হিব্বান “আস-সিকাত” গ্রন্থে (২/১৫০), হাকিম তার “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (৪/২৪২), আবু নু'য়াইম তার "আল-হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/২৮৬) এবং মাশরিক ইবনু আবদিল্লাহ আল-ফাকীহ্ তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/৬০) জাবের ইবনু মারযুক আল-মাক্কী সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেনঃ এটির সনদ সহীহ।

যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম তা নয়। কে এ জাবের যে, তিনি দলীল হতে পারেন?! তিনি হচ্ছেন অপরিচিত, অজ্ঞাত এবং তার হাদীস মুনকার।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে জাবেরের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার থেকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ এবং 'আলী ইবনু বাহার এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এ কথাটি ইবনু হিব্বান বলেছেন। তা সত্ত্বেও সুইয়ূতী তার “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5583

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন